মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়মিত মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ প্রথম | বর্ষঃ প্রথম | জানুয়ারী ২০০৫

আমাদের কথা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে বিশ্ব আজ সামাজিক অস্থিরতা ও অনাচারে জর্জরিত। মাদকাসক্তি আজ কোন একক সমস্যা নয়। আর এই সমস্যা আজ মাদকাসক্তদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা নয়, এটি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। আর এই সমস্যা লাঘব করার জন্য বিশ্বের অপরাপর দেশের সাথে বাংলাদেশও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদকবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বদা সোচ্চার রয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সচেতনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্মেলন, আলোচনা সভা, পথযাত্রা, কর্মশালার আয়োজন এবং স্টীকার, লিফলেট, ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে । সরকারী প্রচেষ্টার সাথে সহযোগিতা করে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই মাদকবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল কর্মকান্ডকে জনসমক্ষে তুলে ধরার পাশাপাশি এসমস্ত তথ্য সমূহকে ব্যাপকহারে প্রচার করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে একটি মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে মাদকবিরোধী কর্মকান্ড, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এ বুলেটিনের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেকোন ধরনের মতামত, মন্তব্য, সুপারিশ সানন্দের সাথে এ অধিদপ্তর বিবেচনা করে থাকবে । এ বুলেটিনকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে পাঠবৃন্দের সহযোগিতা কাম্য ।

উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃত ২ জন আসামী।

সম্পাদকের কথা

সম্প্রতি মাদকদ্রব্য পাচারে শিশুদের নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। আমাদের জন্য এ বড় কলঙ্কের বিষয় যে মাদকদ্রব্যের মতো ভয়াবহতার দিকে আমাদের শিশুরা না বুঝে বা অন্যদের প্ররোচনায় গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে মাদকের মাফিয়া চক্রের অন্ধকারময় বিভীষিকার মধ্যে। এ সমস্যা জাতির নপুংষক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। শিক্ষা, খাদ্য, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দিতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা পরিবার বা অভিভাবকদের কাছ থেকে আয় রোজগারের জন্যে তাড়িত হতে থাকবে -এ খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তাই সর্বাগ্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করতে হবে। তার জন্য চাই কর্মসংস্থান। আসুন আমরা সুষম কর্মবন্টনের জন্য নতুন করে ভাবি। আমাদের সরকার আপনাদের যে কোন পরামর্শের যথাযথ মূল্যায়ন করতে অঙ্গীকার আবদ্ধ।

মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৫০০ মাদকসেবী

"আমি জীবনে আর কোন দিন ফেনসিডিল খাব না , ফেনসিডিলের আড্ডায় যাব না , অন্য কাউকে যেতেও দেবনা " এ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৫ শতাধিক মাদকসেবী। এদের মধ্যে রয়েছেন টিভি অভিনেতা , চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ,মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ,সরকারী কর্মকতা, এমনকি পুলিশও। গত ১৯ হতে ২১ ডিসেম্বর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা কমলাপুর টিটিপাড়া মাদকস্পটে এভাবে মুচলেকা নিয়ে ও ছবি তুলে রেখে ৫শ'র বেশি অভিজাত ফেনসিডিল সেবীকে ছেড়ে দেয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয় *রিজিওনাল অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি-রোসা)* এর উদ্যোগ ও অর্থায়নে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইউএনওডিসি-রোসা প্রকল্প এইচ-১৩ "প্রিভেনশন অব ট্রান্সমিশন অব এইচআইভি এমাং ইনজেক্টিং ড্রাগ ইউজার ইন সার্ক কান্ট্রিজ" এর আওতায় গত ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনব্যাপী "প্রপোজাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ" মহাখালীস্থ আইসিডিডিআরবি'র সাচাকাওয়া সম্মেলন কক্ষ-২ এ অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত ওয়ার্কশপ এ সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাফরুল্লাহ কাজল এবং পরিদর্শক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ গত ২৯ নভেম্বর হতে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউএসএ এবং ডিএপি কর্তৃক মালদ্বীপ এ আয়োজিত "রিজিওনাল বেসিক ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট " প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহন করেন ।

নবনিযুক্ত কর্মচারীদের বুনিয়াদী কোর্স সমাপ্ত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত ২১ জন পরিদর্শক, ৮ জন উপ-পরিদর্শক এবং ৮২ জন সিপাইদের স্বল্পমেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২৭ নভেম্বর হতে শুরু হয়ে ১১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, আইন ও বিধিমালার উপর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ ।

মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য

গত ডিসেম্বর মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও আপরাধীদের গ্রেপ্তার কর্মে বেশ তৎপর ছিল । বিশেষ করে গত ৩১ ডিসেম্বর থার্টি ফাস্ট নাইটে অপরাধ দমনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিশেষ অভিযানের ব্যবস্থা করে । ডিসেম্বর মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা সংখ্যা ৫৯৩ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৭৩ জন।

অধিদপ্তরের ডিসেম্বর মাসের মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ তালিকাকারে উপস্থাপন করা হইল ।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৯৩	১১৯	১.০৬৮৬ কেজি
গাঁজা	১৭৭	১৯৪	১৪৯.২৬৯ কেজি
গাঁজা গাছ	০	১৮২	৬৭ টি
গাঁজা সিগারেট	০	১	১৫০০ টি
চোলাই মদ	১৭১	১১	২৯১৫.৭ লিটার
দেশী মদ	১	৫	১০ লিটার
বিদেশী মদ	১০	১২	২৬৬ বোতল
বিয়ার	৫	৬	৫৭০ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১০	৯৮	৭১.৫৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৬	০	১৪০ লিটার
ফেন্সিডিল	৮২	১৭	৩৬০৯ বোতল
ফেন্সিডিল	০	১০	১২.৫ লিটার
তাড়ি (টোডি)	১৫	৮	১০২৫ লিটার
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	৯	০	১৮৮ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	৭	২	১২৩৬০.১৯ লিটার
নিশাদল	১	৬	১ কেজি
এ্যালকোহল	০	০	১.২ লিটার
বুনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৫	২	৯৮ এ্যাম্পুল
মুলি	০	০	২২০ পিচ
টলুইন	১	০	৫১৭ লিটার
মোট	৫৯৩	৬৭৩	

থার্টি ফাস্ট নাইটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন

থার্টি ফাস্ট নাইটে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করে ।

অধিদপ্তরের ৭ টি বিশেষ স্কোয়াড রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন ছিল। এর মধ্যে গুলশান এলাকায় ২ টি, রমনা ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ২টি, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ২টি ও পুরনো ঢাকায় ১ টি টিম সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকদের নেতৃত্বে প্রতিটি টিমে ৮ থেকে ১০ জন সদস্য ছিল। এছাড়াও অধিদপ্তরের আরো ৪০জন সাদা পোশাকধারী সদস্য বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থান করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০ টি স্থানকে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে অভিযান পরিচালনা করে।

চট্টগ্রামে মাদক বিষয়ক কর্মশালা

গত ৯ ডিসেম্বর উপ-পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের কার্যালয়ে বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন *থিয়েটার এন্ড আর্টস ফর লেস ফরচুনেট (টালফ)* এর উদ্যোগে *মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে যুব সংগঠনের ভূমিকা* বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে ।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনস্থ বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ।

তিনি কর্মশালার মূল বিষয়বস্তুর উপর সার্বিক আলোচনা করেন এবং বর্তমান যুব সমাজকে যে কোন প্রকারে মাদকদ্রব্যের আগ্রাসন হতে মুক্ত রাখার জন্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

নিরোধ শিক্ষা ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চলসমূহে বেসরকারী স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন,স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার ইত্যাদিতে ব্যাপক মাদক নিরোধ শিক্ষামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে । নিম্নে ডিসেম্বর মাসের মাদক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম তালিকায় প্রকাশ করা হল ।

১.	মাদকবিরোধী পোষ্টার বিতরণ	৫০০টি
২.	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	২৫০০টি
৩.	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	৬০০টি
৪.	মাদকবিরোধী পুস্তিকা বিতরণ	৪০০টি
৫.	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	২৫টি
৬.	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেনী বক্তৃতা	২০টি

প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে আগ্রাবাদস্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে আয়োজিত যুব কর্মশালার একটি দৃশ্য

অধিদপ্তরের অভিযানে মদ বিয়ার উদ্ধার মহিলাসহ গ্রেফতার ৫

গত ৪ ডিসেম্বর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম নগরীর ফার্মগেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৯২ক্যান বিয়ার ও ২০ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে মহিলাসহ ৫জন গ্রেফতার হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে ফার্মগেটস্থ তেজগাঁও কলেজের সামনে একটি ট্যাক্সিক্যাব থেকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

নভেম্বর ২০০৪ ইং মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ ১১৩৭ জন মাদকাসক্তের সেবাপ্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃবিভাগে ২৫৭ জন এবং বহিঃবিভাগে ৮৮০ জন চিকিৎসা সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে নভেম্বর ২০০৪ ইং মাসে সরকারীভাবে প্রদও চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

নভেম্বর মাসে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে সেবা প্রদত্ত রোগীর পরিসংখ্যান

কেন্দ্রের নাম	অন্তর্বিভাগ		বহির্বিভাগ		মোট	নতুন	পুরাতন
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা			
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬২	০	২৯৬	০	৩৫৮	১৮৯	১৬৯
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০	০	০	০	০	০	০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৪	০	২৭	০	৩১	১৫	১৬
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	০	১৬	০	১৬	৩	১৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৮	০	৩৮৮	০	৩৯৬	২৩৬	১৬০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৬২	০	৮	০	৭০	৫৯	১১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিলা	১২১	০	১৪৫	০	২৬৬	১৩	২৫৩
মোট	২৫৭	০	৮৮০	০	১১৩৭	৫১২	৬২২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।